حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كَرْهًا

তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে(কোরআন ৪৬/১৫)এবং বাংলাদেশের একটি ঘটনা।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে : তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে(কোরআন ৪৬/১৫)এবং বাংলাদেশের একটি ঘটনা।

পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াতসমূহ আলোচনা করা হলঃ

১) পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আহকাফ

সুরা ৪৬ আল **আহকাফ, আয়াতঃ ১৫**

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15)

আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য। তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করেছে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ ও তার জন্যে দুধ পান ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, শেষ পর্যন্ত যখন সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হল এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছল তখন সে বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ দিন, যাতে আমি আপনার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি। আমার প্রতি আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্যে এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন; আমার জন্যে আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎ-কর্মপরায়ন করুন, নিশ্চয়ই আমি আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা বনী ইসরাঈল

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ২৩

٢٣) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23)

তোমার প্রতিপালক তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে,তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে বলো সম্মান সূচক নম্র ভাষা।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)

অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলোঃ হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিল।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নাহল

সুরা ১৬ আন নাহল, আয়াতঃ ৭৮

৩) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78)

আর আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবনশক্তি , দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা লুকমান

সুরা ৩১ লুকমান, আয়াতঃ ১৪

৪) وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14)

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টের পর বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আহ্যাব

সুরা ৩৩ আহ্যাব, আয়াতঃ ৬

৫) النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا
(6) إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

নবী(সঃ) মু’মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্টতর এবং তার পত্নিরা তাদের মাতা।আল্লাহর বিধান অনুসারে মু’মিন ও মুহাজিররা অপেক্ষা যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরের নিকটতর, তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও তাহলে তা করতে পার। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আয-যুমার

সুরা ৩৯ আয-যুমার, আয়াতঃ ৬

৬) خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ
ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ
(6) ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছো?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নাজম

সুরা ৫৩ আন নাজম, আয়াতঃ ৩২

৭) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ (32)

যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কর্ম হতে, ছোট খাট অপরাধ করে। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম; তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত- যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং এক সময় তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রুণরূপে ছিলে। অতএব তোমরা নিজেদের সাফাই গেয়ো না, তিনিই ভালো জানেন মুত্তাকী কে?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আবাসা

সুরা ৮০ আবাসা, আয়াতঃ ৩৪

৮) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34)

সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার নিজের ভাই হতে,

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35)

এবং তার মাতা ,তার পিতা,

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36)

তার স্ত্রী ও তার সন্তান হতে,

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস আলোচনা করা হল।

১) মায়ের পায়ের নীচে তোমার বেহেশত।(আহাম্মাদ, নাসায়ী)

২) এক ব্যক্তি নবীজীর কাছে আসলো এবং জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর নবী! মানুষের মধ্যে আমার উত্তম সাহচর্যের সবচেয়ে যোগ্য কে? নবীজী বললেনঃ "তোমার মা।" লোকটি পুণরায় জিজ্ঞেস করলোঃ কে? নবীজী পুণরায় বললেনঃ "তোমার মা" । আবার জিজ্ঞেস করলেন, কে? নবীজী বললেনঃ"তোমার মা"। লোকটি পুণরায় জিজ্ঞেস করলেন, কে? নবীজী বললেনঃ"তোমার বাবা"।(সহী বুখারী, মুসলিম)

৩) আবু উসাইদ বলেছিলেনঃ একদা আমরা রাসুলুল্লাহ্‌র সাথে যখন বসে আছি, তখন সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি এলো এবং বললোঃ হে আল্লাহর রাসুল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর কি আমার উপর তাদের কোন অধিকার আছে? এবং রাসুলুল্লাহ্‌ তৎক্ষণাৎ বললেন, তুমি অবশ্যই আল্লাহর কাছে তোমার পিতা-মাতার জন্য দোয়া করবে এবং তাদের জন্য ক্ষমা চাইবে এবং আল্লাহর দয়া প্রার্থনা করবে। তারা যে কাউকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা পূরণ করবে এবং তাদের আত্মীয় ও তাদের বন্ধুদের সম্মান করবে। (আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ্‌)

৪) এই হাদীসটি আস্‌মা বিন্তে আবু বকর বিবৃত করেছেনঃ যে

হুদাইবিয়ার চুক্তির সময় তার মা, যিনি তখন পৌত্তলিক ছিলেন, তাকে দেখতে এসেছিলেন মক্কা থেকে। আসমা আল্লাহর রসূলকে তার আগমনের কথা জানিয়েছিলেন এবং তার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। নবীজি বললেনঃ তোমার মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। (বুখারী, মুসলিম)

মা

এক ভদ্র মহিলা পাসপোর্ট অফিসে এসেছেন পাসপোর্ট করাতে।

অফিসার জানতে চাইলেন- আপনার পেশা কি?

মহিলা বললেন, আমি একজন মা।

আসলে, শুধু মা তো কোনো পেশা হতে

পারেনা। যাক, আমি লিখে দিচ্ছি আপনি

একজন গৃহিণি। মহিলা খুব খুশী হলেন।

পাসপোর্টের কাজ কোনো

ঝামেলা ছাড়াই শেষ হলো। মহিলা

সন্তানের চিকিৎসা নিতে বিদেশ গেলেন।

সন্তান সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসলো।

অনেকদিন পরে, মহিলা দেখলেন

পাসপোর্টটা নবায়ন করা দরকার। যেকোনো

সময় কাজে লাগতে পারে। আবার পাসপোর্ট

অফিসে আসলেন। দেখেন আগের সেই

অফিসার নেই। খুব ভারিক্ষি, দাম্ভিক, রুক্ষ

মেজাজের

এক লোক বসে আছেন। যথারীতি ফরম পূরণ।।করতে গিয়ে অফিসার

জানতে চাইলেন- আপনার পেশা কি?

মহিলা কিছু একটা বলতে গিয়েও একবার
থেমে গিয়ে বললেন-
আমি একজন গবেষক। নানারকম
চ্যালেন্জিং প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করি।
শিশুর মানসিক এবং শারিরীক বিকাশ
সাধন পর্যবেক্ষণ করে,সে অনুযায়ি
পরিকল্পণা প্রণয়ন করি। বয়স্কদের নিবিড়
পরিচর্যার দিকে খেয়াল রাখি।
সুস্থ পরিবার ও সমাজ বিনির্মানে নিরলস
শ্রম দিয়ে রাষ্ট্রের কাঠামোগত ভীত
মজবুত করি। প্রতিটি মুহুর্তেই আমাকে
নানারকমের চ্যালেন্জের ভিতর দিয়ে
যেতে হয় এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা
মোকাবিলা করতে হয়। কারণ,আমার
সামান্য ভুলের জন্য যে বিশাল ক্ষতি হয়ে
যেতে পারে।
মহিলার কথা শুনে অফিসার একটু নড়ে চড়ে
বসলেন। মহিলার দিকে এবার যেন একটু

শ্রদ্ধা আর বিশেষ নজরে তাকালেন । এবার

অফিসার জানতে চাইলেন- আসলে আপনার

মূল পেশাটি কি? যদি আরেকটু বিশদভাবে

বলতেন । লোকটির আগ্রহ এবার বেড়ে

গেলো।

আসলে, পৃথিবীর গুনি জনেরা বলেন - আমার

প্রকল্পের কাজ এতো বেশি দূরহ আর কষ্ট

সাধ্য যে, দিনের পর দিন আঙুলের নখ দিয়ে

সুবিশাল একটি দিঘী খনন করা নাকি তার

চেয়ে অনেক সহজ।

আমার রিসার্চ প্রজেক্টতো আসলে

অনেকদিন ধরেই চলছে। সার্বক্ষণিক

আমাকে ল্যাবরেটরি এবং ল্যাবরেটরীর

বাইরেও কাজ করতে হয়। আহার,নিদ্রা

করারও আমার ঠিক সময় নেই। সব সময়

আমাকে কাজের প্রতি সজাগ থাকতে হয়।

দুজন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অধীনে মূলত আমার

প্রকল্পের কাজ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চলছে।

মহিলা মনে মনে বলেন,দুজনের কাউকে

অবশ্য সরাসরি দেখা যায়না।

(একজন হলেন, আমার স্রষ্টা আরেকজন হলো
বিবেক)
আমার নিরলস কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ
আমি তিনবার স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছি।

(মহিলার তিন জন কন্যা সন্তান ছিল।)
এখন আমি সমাজবিজ্ঞান,স্বাস্থ্যবিজ্ঞান
আর পারিবারিক বিজ্ঞান এ তিনটি
ক্ষেত্রেই একসাথে কাজ করছি, যা পৃথিবীর
সবচেয়ে জটিলতম প্রকল্পের
বিষয় বলা যায়। প্রকল্পের চ্যালেন্জ
হিসাবে একটি অটিস্টিক শিশুর পরিচর্যা
করে মানুষ হিসাবে গড়ে তুলছি, প্রতিটি
মুহুর্তের জন্য।
'উষর মুরুর ধূসর বুকে, ছোট্ট যদি শহর গড়ো,
একটি শিশু মানুষ করা তার চাইতেও অনেক
বড়।' অফিসার মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে মহিলার কথা
শুনলেন । এ যেন এক বিস্ময়কর মহিলা।
প্রথমে দেখেতো একেবারে পাত্তাই দিতে

মনে হয়নি।

প্রতিদিন আমাকে ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টা আবার কোনো কোনো দিন আমাকে ২৪ ঘন্টাই আমার ল্যাবে কাজ করতে হয়। কাজে এতো বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় যে, কবে যে শেষবার ভালো করে ঘুমিয়ে ছিলাম কোনো রাতে,তাও আমার মনে নেই। অনেক সময় নিজের আহারের কথা ভুলে যাই।আবার অনেক সময় মনে থাকলেও সবার মুখে অন্ন তুলে না দিয়ে খাওয়ার ফুরসত হয়না । অথবা সবাইকে না খাইয়ে নিজে খেলে পরিতৃপ্তি পাই না।

পৃথিবীর সব পেশাতেই কাজের পর ছুটি বলে যে কথাটি আছে আমার পেশাতে সেটা একেবারেই নেই। ২৪ ঘন্টাই আমার অন কল ডিউটি।

এরপর আমার আরো দুটি প্রকল্প আছে । একটা হলো বয়স্ক শিশুদের ক্লিনিক। যা আমাকে নিবিড়ভাবে পরিচর্যা করতে হয়।সেখানেও প্রতিমুহূর্তে শ্রম

দিতে হয়। আমার নিরলস কাজের আর
গবেষণার কোনো শেষ নেই । আপনার
হয়তোবা জানতে ইচ্ছে করছে, এ
চ্যালেন্জিং প্রকল্প পরিচালনায় আমার
বেতন কেমন হতে পারে।
আমার বেতন ভাতা হলো- পরিবারের সবার
মুখে হাসি আর পারিবারিক প্রশান্তি। এর
চেয়ে বড় অর্জন আর বড় প্রাপ্তি যে কিছুই
নেই।

এবার আমি বলি, আমার পেশা কি?
আমি একজন মা। এই পৃথিবীর অতিসাধারণ
এক মা। মহিলার কথা শুনে অফিসারের
চোখ জলে ভরে আসে। অফিসার ধীরে ধীরে
চেয়ার ছেড়ে ওঠেন। নিজের মায়ের মুখ
চোখের সামনে ভেসে ওঠে।তিনি খুব সুন্দর
করে ফর্মের সব কাজ শেষ করে, মহিলাকে
সালাম দিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন।
তারপর নিজের অফিস রুমে এসে -একটি ধূসর
হয়ে যাওয়া ছবি বের করে -ছবিটির দিকে
অপলক চেয়ে থাকেন। নিজের অজান্তেই

চোখের জল টপ টপ করে ছবিটির ওপর পড়তে
থাকে ।
আসলে "মা" এর মাঝে যেন নেই কোনো বড়
উপাধির চমক। বড় কোনো পেশাদারিত্বের
করপোরেট চকচকে ভাব। কিন্তু কত সহজেই
প্বথিবীর সব মা নিঃস্বার্থ ভাবে
প্রতিটি পরিবারে নিরলস শ্রম দিয়ে
যাচ্ছেন।মাতৃত্বের
গবেষানাগারে প্রতিনিয়ত তিলেতিলে
গড়ে তুলছেন একেকটি মানবিক নক্ষত্র।

--সংগৃহীত পোস্ট

প্রিয় ভাই ও বোনেরা ,আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য আল্লাহর প্রতি, রাসুলের প্রতি, মায়ের প্রতি ও পিতার প্রতি কোরআন হাদীসের আলোকে যথাযথভাবে প্রতিপালন করি। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....